হরিশ্চন্দ্র
অরোরার নিবেদন

হরিশ্চন্দ্র

পুণ্যশ্লোক নলরাজা—পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির :····· কিন্তু পুণ্যশ্লোক মহারাজা হরিশচন্দ্রের বোধকরি তুলনা নেই। সসাগরা ধরণীর অধিশ্বর তিনি—সূর্য্যবংশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। পত্নী শৈব্যা আদর্শ রমণী, পুত্র রোহিতাশ্ব নয়নের মণি। প্রজানুরঞ্জনই ছিল মহারাজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। তাই নিত্য গভীর রাত্রে তিনি ছদ্মবেশে বার হতেন নগর পরিভ্রমণে। প্রজাদের কোন অভাব অভিযোগ, কোন দুঃখ ক্লেশ আছে কি না, তিনি তা স্বচক্ষে দেখতে চাইতেন। শুনতে চাইতেন স্বকর্ণে।

সে দিনও বেরিয়ে ছিলেন বয়স্য মাধবাচার্য্যের সঙ্গে। কানে এল এক ব্রাহ্মণ দম্পতির করুণ বিলাপ। তাঁদের একমাত্র সন্তান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

অকালে মৃত্যু! রাজ্যে অনাচার না ঘটলে ত এতবড় মহাপাপ দেখা দিতে পারে না। কিন্তু কোথায় ঘটেছে সে অনাচার? তা নির্ণয় করতে হবে, নিবারণ করতে হবে।

পরদিন যাত্রার আয়োজন করলেন মহারাজ হরিশচন্দ্র। পতিব্রতা শৈব্যার হৃদয় কেঁপে উঠল এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়। তবু চোখের জল মুছে বিদায় দিলেন স্বামীকে

ওদিকে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবনে চলেছে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন। হোতা তিনি স্বয়ং আর ব্রাত্য এক অন্ত্যজ।

পূত হোমাগ্নি শিখার মাঝে আবির্ভূত হলেন ধর্ম্মদেব। অনুরোধ করলেন—উপরোধ করলেন মহর্ষিকে সেই অশাস্ত্রিয় যজ্ঞ থেকে নিরস্ত হতে। কিন্তু দাম্ভিক বিশ্বামিত্র তাঁর কোন যুক্তিই মানলেন না। শেষ আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিল এক মহা প্রলয়। পৃথিবী বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়। পণ্ড হল যজ্ঞ।

ক্ষমতা গর্ব্বী বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা করলেন ত্রিবিদ্যা সাধন করবেন তিনি—একাধারে লাভ করবেন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ঐশী শক্তি। চূর্ণ হবে দেবতাদের দর্প।
তপস্যা বলে তিনি টেনে আনলেন ত্রিবিদ্যাকে-- বেঁধে রাখলেন লতাবন্ধনে। আকাশ বাতাস ভরে উঠল অসহায়া নারীদের করুণ ক্রন্দনে।

রথের ঘর্ঘর ধ্বনি ছাপিয়ে সে ক্রন্দন ধ্বনি গিয়ে পৌঁছল মহারাজ হরিশচন্দ্রের কানে। ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্যে নারীর ওপর অত্যাচার! ক্ষাত্র ধর্ম্ম তাঁকে তাড়না করে নিয়ে এল তপোবনে। লতাবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন ত্রিবিদ্যাকে।

ক্রোধে জ্বলে উঠলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র। আসন ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়াতেই স্বস্তির শ্বাস ফেললেন স্বর্গের দেবতারা। তপস্বী আসন ছেড়ে উঠেছেন—ব্যর্থ হয়ে গেছে ত্রিবিদ্যা সাধনের সকল আশা।

কিন্তু কিছু না জেনেই মহারাজ হরিশচন্দ্র হলেন তপস্যার বিঘ্নকারী। আর সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করলেন সসাগরা ধরণী বিশ্বামিত্রকে দান করে।

কিন্তু দক্ষিণা না দিলে ত দান সিদ্ধ হয় না! মহারাজা প্রতিজ্ঞা করলেন একমাসের ভেতর সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দেবেন মহর্ষিকে।

কিন্তু সমস্যা তখনও শেষ হয় নি। স্ত্রী আর পুত্র ব্যতীত নিজের বলতে হরিশচন্দ্রের আর কিছুই রইল না। রাজ্য নয়, রাজসম্পদ নয়। রাজপ্রাসাদও নয়। তবে কোথায় থাকবেন তিনি?

বিদ্যুৎ চমকের মত, মহারাজের মনে পড়ল বারানসীধামের কথা। কথিত আছে সে পবিত্র নগরী নাকি ধরণীর ধূলিতে কলঙ্কিত নয়—শিবের ত্রিশূলের উপরই অবস্থিত। সেখানেই যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রিক্ত, সর্ব্বহারা মহারাজ হরিশচন্দ্র রাজধানীতে ফিরলেন।

মহারাণী শৈব্যা সাজলেন ভিখারিণীর সাজে, পুত্র রোহিতাশ্ব খুলে ফেলল রাজবেশ। পুর নারীরা হাহাকার করে উঠল—অশ্রুসজল চোখে প্রজার দল ছুটে এল তোরণ দ্বারে।

কিন্তু তাদের দেবতাকে তারা ধ'রে রাখতে পারল না।

অযোধ্যার রাজপথ বেয়ে মহারাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে মিলিয়ে গেলেন দূর থেকে দূরান্তরে দিক চক্রবালের অন্তরালে।

বিপ্লব দেখা দিল বিশ্বামিত্রের জীবনে।

রাজাহীন রাজ্য কর্ণধার বিহীন তরীর মতই অচল। তাই তপোবন ছেড়ে তপস্বীকে একদিন উপস্থিত হতে হল রাজধানীতে। সঙ্গে এল স্থূলবুদ্ধি শিষ্য নীলপন। রাজ-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য দেখে তার চোখ ধেঁধে যায়; কিন্তু ভোগের অধিকার নেই। নেই সেখানে তপোবনের অনাবিল শান্তি, আছে শুধু কঠোর কর্ত্তব্য পালন।

গভীর নৈরাশ্যে সে ফিরে গেল তপোবনে। আর জপতপ ভুলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্যাপৃত হয়ে রইলেন রাজকার্য্যে।

ওদিকে বারাণসী ধামে রটে গেছে অযোধ্যার মহারাজা আসছেন। সঙ্গে আছে শতশত হাতীর পিঠে পর্ব্বত প্রমাণ সোণা-রূপো-হীরা-মুক্তা। দান পাবার আশায় নগরবাসীরা ভীড় ক'রে রইল পথের ধারে। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র এসে পৌছলেন স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে। শ্রান্ত মলিন দেহ, অনশন ক্লিষ্ট মুখ। পরিচয় পেয়ে নিরাশ হল সকলেই, তবু তাঁদের আশ্রয় দিয়ে ধন্য হতে চাইল অনেকেই।

কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যে দান গ্রহণ নিষেধ।

তাই ভাগিরথী তীরে জীর্ণ এক চালা ঘরে মাথা গুঁজলেন মহারাজা হরিশ্চন্দ্র, স্ত্রী পুত্র নিয়ে। কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করতে লাগলেন।

দিন যায়। এগিয়ে আসে দক্ষিণা দেবার শেষ তারিখ। কিন্তু কোথায় পাবেন সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা?

স্বামী-স্ত্রীর মনে অনুক্ষণ সেই চিন্তা। সত্যভঙ্গের মহাপাপে বুঝি সূর্য্যবংশ ডুবে যায়—

চরম পরীক্ষার আর মাত্র একটি দিন বাকি।

নির্ম্মম নিয়তির মতই দেখা দিলেন বিশ্বামিত্র। দক্ষিণা গ্রহণ উপলক্ষ্য। তিনি চান ধর্ম্মের পরাজয় দেখতে

নূতন করেই প্রতিশ্রুতি দিলেন শৈব্যা "আগামী কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আপনার সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাবেন—"

প্রতিশ্রুতি অবশ্য রক্ষা হয়েছিল; কিন্তু তার জন্যে এই আদর্শ দম্পতীকে যে দুঃখ আর লাঞ্ছনা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে হয়েছিল—জগতের ইতিহাসে তা' স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বুকের রক্ত দিয়ে তাঁদের গেয়ে যাওয়া ধর্ম্মের জয়গান অনন্তকাল ধরে পুন্যকামী নরনারীর হৃদয় শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে তুলবে।

গান

২

সৃষ্টির সুরে নব অঙ্কুরে
চিরদিনই আমি নবরূপ ধরি
আমি শুধু গড়ি, আমি শুধু গড়ি
সৃষ্টির সুরে নব অঙ্কুরে
চিরদিনই আমি নবরূপ ধরি
মোর বাঁশরীর মাঝে
শুরুর সুর বাজে
সৃজনের সুখে দেহমন ভরি।
আমি শুধু গড়ি, আমি শুধু গড়ি, সৃষ্টির সুরে।

মোর প্রীতি সৃষ্টিরে দেয় স্থিতি
আমারই লীলায় অঙ্কুর তরু হয়ে
ছায়া যে বিলায় নিতি
মোর মহিমায় সৃষ্টি যে গায় জীবনের জয়গীতি
মোর প্রীতি সৃষ্টিরে দেয় স্থিতি

৩

রুদ্র আমার বীণার তারে তারে
ঝঙ্কারে গো ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে।
আমি প্রলয় আমি বাঁধনহারা
আমি নূতনের সাড়া
অশিব যাহা নাশ করি আর গ্রাস করি
ঝড়ের অহঙ্কারে
রুদ্র আমার বীণার তারে তারে
ঝঙ্কারে গো ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে

৪

জাগে কুসুমে গন্ধ
গগনে চন্দ্র
মলয় পবন বহিছে মন্দ
ফুল্ল অন্তরে যেন গো সজনী
জাগিল মধুমাস রজনী।
অঙ্গে অঙ্গে জাগিল ছন্দ
ভুবন মাঝে আজ কি আনন্দ
জাগিল ফুল কলি
মনের কথা বলি
গাহিছে গান অলি সজনী
জাগিল মধুমাস রজনী।—
শুধু নয় গো বাহু ডোর
প্রণয় ফুল ডোরে

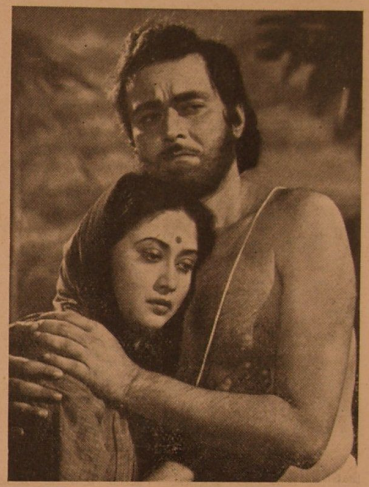

প্রিয়ার হিয়া আজ
প্রিয়রে রাখে ধরে।
এ কোন পিয়াসা জাগিছে বক্ষে
মিলন তিয়াষা সলাজ চক্ষে
এ মধু উৎসবে
মধুর কুহরবে
দুঁহু যে এক হবে সজনী
জাগিল মধুমাস রজনী।

৫

এই রাজ সজ্জা নাই বা পেলাম
হোক ধুলিতে মলিন দেহ
অঙ্গের বাস হবে যে আমার
মাতার পরম স্নেহ
নাই সিংহাসনের সাধ
এই মাথার মুকুট হবে যে আমার
পিতার আশীর্বাদ।
প্রাসাদ ছাড়ি হোক না ওরে
পথই আমার গেহ।
তোরা কাঁদিস নারে কাঁদিস না
তোদের কান্না নাহি সয়—
আজ যে রাজা কাল সে ওরে
দীন ভিখারী হয়।
পিছন থেকে আমায় ডেকে
ফেরাস না আর কেহ।

৬

অকারণে চঞ্চল অন্তর হেসে কয়
ওগো পাখী গান গাও—
নয়নের পলকে চন্দ্রিমা ঝলকে
মলয়ের ছন্দে কিংশুক গন্ধে
বসন্ত ডেকে বলে তুমি মোরে জেনে নাও।
এই ফুল অঙ্গনে লীলায়িত রঙ্গনে
ধ্যানে আঁখি মগ্ন।
এ জীবনে আজি মোর অভিসার অভিলাষে
এল শুভ লগ্ন—
পল্লব পুঞ্জিত শ্যামায়িত কুঞ্জে
বল্লব মধুকর দিনযামী গুঞ্জে
মঞ্জরী আজ তুমি তারই সুরে সাড়া দাও
ওগো পাখী গান গাও।

৭

কে যাবি আমার এই ভাঙ্গা নৌকায়
আয়রে পার করে দিয়ে যাইরে।

তোর কাছে বুঝি পারের কড়ি নাইরে
আয়রে পার করে দিয়ে যাইরে—
অকারণে ভাবিস মিছে
ওরে আছে আলো কালোর পিছে
শুধু পথের দিশা বলে দিতে
এই তরী আমি বাইরে।

৮

ডাকিনী যোগিনী ভয়াল নাগিনী
চিতার আগুনে নাচেরে
ওরে দুলিছে ফুলিছে ছোবল তুলিছে
পিশাচ চিতার আঁচেরে—
এই অট্টহাসির হট্টরোলে
আকাশ কোলে ঝঞ্ঝা দোলে—
হয়না কাতর পাথর এ প্রাণ

পাঁজর ভাঙ্গা কান্না শুনে—
এই গায়ে গায়ে ঢলাঢলি
নেশার ঝোঁকে গলাগলি
এই নিয়ে ভাই আছি সুখে
মাতাল হাসির মন্ত্রগুণে।

৯

কোথায় তুমি আজ
কোথায় মহারাজ
পথ কাঁদে ধুলি কাঁদে রাজ্য
কাঁদে আজ
পশু পক্ষী কাঁদে আর
তৃণলতা কাঁদে ঐ
ফুল ফল পাতা কাঁদে
কেঁদে বলে তুমি কৈ—

মহারাজ মহারাজ
ফিরে এসো তুমি আজ।
রমণীর ত্রাতা ওগো
আজ প্রভু তুমি নাই
সতী নারী মান ভয়ে
কার পায়ে নেবে ঠাঁই।
গ্রহ শশী তারা কাঁদে
বসুমতী কাঁদে হায়
আজ যেন চিরতরে
সুবয় ডুবে যায়।
মহারাজ মহারাজ
ফিরে এসো তুমি আজ।
ধর্ম্ম যে নাই আজি
মিথ্যার হল জয়—
তমসার অভিশাপে
পাপে মন ভরে রয়—
মহারাজ মহারাজ
ফিরে এসো তুমি আজ।

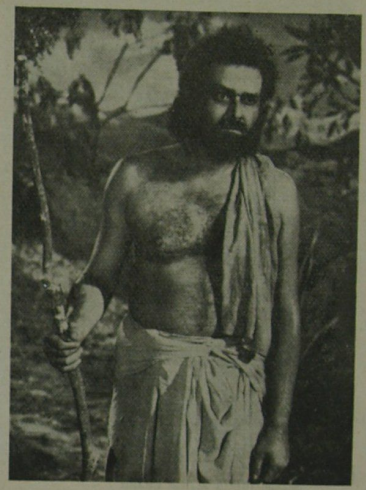

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের নিবেদন—

হরিশ্চন্দ্র

পরিচালনা : ফনি বর্ম্মা
সঙ্গীত : নচিকেতা ঘোষ
চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মণি বর্ম্মা
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
চিত্রশিল্পী : বঙ্কু রায় :: শব্দযন্ত্রী : সমর বসু
রসায়ন তত্ত্বাবধানে : সুবোধ গাঙ্গুলী
রসায়না : উমা মল্লিক :: সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র
প্রধান যন্ত্র শিল্পী : সরোজেন্দ্রনাথ মিত্র
শিল্প-নির্দ্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী
নৃত্য-পরিচালনা : ব্রজবল্লভ পাল
আলোক-সম্পাত : ধীরেন দাস, দেবু মণ্ডল
রূপ-সজ্জা : প্রমথ চন্দ, বসন্ত দত্ত
দৃশ্য-সজ্জা : রবি ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক
ব্যবস্থাপনা : সমর বসু, প্রভাস সরকার

সহকারীগণ :
পরিচালনা : বিজয় বসু, প্রবোধ সরকার
চিত্র-গ্রহণ : বিজয় গুপ্ত, বিজয় রায়
শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, অমর চ্যাটার্জ্জী সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনা : প্রণব ঘোষ :: ব্যবস্থাপনা : সুনীল ঘোষ
চিত্র পরিস্ফুটন : অনিল মুখার্জ্জি, হারাধন দাস
সুধাংশু ব্যানার্জ্জী, সুরেন জানা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গ্লোব নার্শারী উপেন্দ্রনাথ,
সুবোধচন্দ্র নন্দী, ভারতী সিনেমা (বেনারস)
কণ্ঠ-সঙ্গীত :
মান্না দে, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জ্জী,
গায়ত্রী বসু, সন্ধ্যা মুখার্জ্জী, সুপ্রভা সরকার,
সুপ্রীতি ঘোষ, আলপনা ব্যানার্জ্জী ও আরও অনেকে
যন্ত্র সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

: চরিত্র-চিত্রনে :

নীতিশ মুখার্জ্জী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, শ্রীমান বিভু, অনুপকুমার, জহর রায়, শ্যাম লাহা, বিজয় বসু, ধীরাজ দাস, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, দেবেন ব্যানার্জ্জী, মনি শ্রীমানী, সুনীত মুখার্জ্জী, বিমান ব্যানার্জ্জী, হরিধন মুখার্জ্জী, মাণিক চ্যাটার্জ্জী, ভূতনাথ মুখার্জ্জী, কমল পাল, সুভাস দেব দীপ্তি রায়, তপতী ঘোষ, অপর্ণা, রেণুকা রায়, মাধুরী, সুব্রতা, অনামিকা, ভারতী, জয়শ্রী, লীনা, বীণা, জালি, হাসি, জ্যোৎস্না, অনিতা, ইরা, দেবযানী, বিনীতা, রেবা, প্রতিমা

আরোগ্য নিকেতন

গঠন পথে

তারাশঙ্করের

জলসাঘর

পরিচালনা—সত্যজিৎ রায়

মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।